সংবাদ

তারিখ 02 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে শেকৃবি শিক্ষক সমিতি ও অফিসার্স এসোসিয়েশন

শেকৃবি সংবাদদাতা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও অফিসার্স এসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরস্পরের অংশগ্রহণ, দায়িত্ব হস্তান্তর ও ক্ষমতা অর্পণকে কেন্দ্র করে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর পৃথক স্মারকলিপি দিয়েছে। অফিসার্স এসোসিয়েশন তাদের বিভিন্ন দাবি মেনে নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আজ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। অন্যথায় তারা অবস্থান ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচি পালন করবে বলে এসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক সমিতি ও অফিসার্স এসোসিয়েশনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ বলতে ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে বোঝায়। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও একাডেমিক কার্যক্রমের আহ্বায়ক কমিটিতে কর্মকর্তাদের সদস্য সচিব করা হচ্ছে যা ছাত্র-শিক্ষকদের ক্ষমতাকে খর্ব করছে। তারা আরও অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অফিসার্স এসোসিয়েশন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ করছে। এছাড়াও কিছু কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি (বিএডিসির পরিত্যক্ত স্থাপনা ও গাড়ি) নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষক সমিতি গত ১৬ ডিসেম্বর এক জরুরি সভা করে এবং ১৯ ডিসেম্বর উপাচার্যের কাছে ১৫ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি দেয়। ১৫ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জাতীয় অনুষ্ঠান ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের নেতৃত্বে ছাত্র শিক্ষকরা পালন করবে, ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত কাজে শুধু শিক্ষকরা অংশ নেবেন, প্রভাষকদের মধ্যে যারা পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদের পদোন্নতি না দেয়া পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বন্ধ রাখতে হবে, দায়িত্ব ভাতা বৃদ্ধি, অবৈধ আবাসস্থল খালি করতে হবে এবং ট্রেজারার ও প্রো-ভিসি পদে সিনিয়র শিক্ষদের নিয়োগ দিতে হবে। এদিকে অফিসার্স এসোসিয়েশন শিক্ষক সমিতির এ স্মারকলিপির প্রতিবাদে গত ২৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কনফারেন্স কক্ষে জরুরি সভা করে। পরে ২৯ ডিসেম্বর ১৩ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি উপাচার্য বরাবর পেশ করে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষদের পরিবর্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে হবে, শিগগিরই প্রশাসনিক শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তারা ছাত্র-শিক্ষকদের পাশাপাশি অংশ নেবেন, ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত কাজে কর্মকর্তারা থাকবেন, শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে বাসা বরাদ্দে কোন বৈষম্য থাকবে না, প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে ৯-৫টা অফিস করতে হবে, এসোসিয়েশনের আলাদা অফিস কক্ষ ও কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। অফিসার্স এসোসিয়েশন আজকের মধ্যেই তাদের দাবি মেনে নেয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। না হলে তারা পর্যায়ক্রমে সাধারণ সভা, মৌন মিছিল, মানববন্ধন, কালোব্যাজ ধারণ, কলম বিরতি, সংবাদ সম্মেলন ও অবস্থান ধর্মঘট করবেন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছেন।